জাপানে রবীন্দ্রনাথ

- কিওকো নিওয়া

আমার এক ছাত্রী যে আমার কাছে হিন্দী ভাষা শিখছে, কয়েক মাস আগে এসে বলল ট্যাগোর নামের একজন কবির রচনা সে পড়েছে এবং জানতে চাইল উনি ভারতীয় কিনা। ছাত্রীটি আরও বলল, কবিতাগুলো তার খুব ভাল লেগেছে এবং সেগুলো প্রেমের কবিতা কিনা জানতে চাইল। সে পড়েছে গীতাঞ্জলির অনুবাদ। তা শুনে আমি একদিকে যেমন খুশি হয়েছি, অন্য দিকে মনটা একটু খারাপও হয়েছে।

খুশি হয়েছি কারণ একজন তরুণী ছাত্রী কারোর সুপারিশ ছাড়াই হঠাৎ গীতাঞ্জলি পড়েছে এবং তার ভালও লেগেছে। আর মনটা খারাপ হয়েছে এই কারণে যে তার আগে সে একবারও রবীন্দ্রনাথের নাম শোনে নি। জানতও না রবীন্দ্রনাথ বাংলার বা বিশ্বের কত বড় কবি।

এ হচ্ছে আমাদের দেশের বাস্তবতা। বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের নাম জানেন বিখ্যাত কবি হিসেবে, বা কেউ কেউ জানেন তিনি কয়েকবার জাপানে এসেছিলেন আর জাপানের সঙ্গে তাঁর কিছু সম্পর্কও ছিল। কিন্তু তরুণ-তরুণীরা এসব কিছুই জানে না।

সে যাই হোক, আমি ছাত্রীটিকে গীতাঞ্জলি আরও কয়েকবার পড়তে বলেছি। রবীন্দ্রনাথের লেখা অন্য বইয়ের কথাও বলেছি। গীতাঞ্জলির সহজ অভিব্যক্তির অজস্র ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু বলি নি। কারণ সে নিজে কবিতাগুলো পড়তে পড়তে আরও কিছু আবিষ্কার করবে, সেই আশা করছি। তবে এ ব্যাপারে অসুবিধাও আছে কিছু। ছাত্রীটি জানায়, রবীন্দ্রনাথের গল্প- কবিতার জাপানী অনুবাদের ভাষা অনেক পুরোনো বলে তার মনে হয়েছে। সে জন্যে ভাল করে বুঝতে পারছে না। আসলে অনুবাদগুলো উৎকৃষ্ট মানের এবং নির্ভুল হলেও পঞ্চাশ বছর আগের কাজ। তাই অনুবাদের ভাষা বা অভিব্যক্তি বর্তমান প্রজন্মের বেশ পুরোনোই লাগে। আমার মনে হয় সহজ-সরল আধুনিক জাপানী ভাষায় অনুবাদ থাকলে ভাল হত।

জাপানে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে ১২ খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যি বিরাট এবং গর্ব করার মতোই কাজ। তবে সেসব বইয়ের দাম অনেক, তাই কিনতে ঐ ছাত্রী একটু ইতস্ততঃ করছিল। তাছাড়া রচনাবলীর গীতাঞ্জলি তো ইংরেজী গীতাঞ্জলির জাপানী অনুবাদ। তবে ছাত্রীটি যে অনুবাদ পড়েছে, সেটা অন্ততঃ বাংলা ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। এই ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার একজন ছাত্রীর কথা।

আরেক বার একজন সাহিত্যপ্রেমী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন রবীন্দ্রনাথকে জাপানী কবিদের মধ্যে কার সাথে তুলনা করা যেতে পারে ? উত্তর দিলাম, রবীন্দ্রনাথের মত কবি আমাদের দেশে অতীতেও ছিলেন না, বর্তমানেও নেই। বলেছি যে "গেঞ্জি মনোগাতারি"-র রচয়িতার মত মস্ত এবং বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক যেমন বিশ্বের কোনো দেশে সহজে পাওয়া যায় না, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মত কবি বিশ্বের সব জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন না।

আমার এই উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনা বারবার পড়েও এর বিশেষত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি। বাঙালীর ইতিহাসে বা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় ? লোকজন তাঁকে বা তাঁর রচনাকে কতটা ভালবাসেন ? এসব বোঝার জন্যই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ জাপানী কবিদের মধ্যে কার সাথে তুলনীয় ? আমার মনে হল, শুধু অনুবাদ নয়, জাপানে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করে তুলতে হলে আরও কিছু করা দরকার।

তবে অবশ্যই এমন নয় যে জাপানে এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনও কাজ হয় নি। প্রায় একশ বছর আগে থেকেই কিছু না কিছু কাজ হয়ে আসছে। তবু এখনও অনেক কিছু করা বাকি এবং করা দরকারও। আগামী বছর রবীন্দ্রনাথের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই বাকি কাজের কিছুটা হলেও করবো, আমার তাই ইচ্ছা। তরুণী ছাত্রী আর একটু বয়স্ক সাহিত্যপ্রেমী, দুজনেই বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতার জাপানী অনুবাদের বইগুলো যদি ছোটখাট এবং হাল্কা হয়, তাহলে তাঁরা খুব উপকৃত হবেন। কারণ হাল্কা বই সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে অথবা যে কোনও জায়গায় বসে পড়া সম্ভব। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ তো শুধু গবেষক বা সাহিত্যিক যাঁরা গ্রন্থাগার বা পাঠকক্ষে বসে বই পড়েন, তাঁদের জন্যেই নন। সাধারণ জাপানী পাঠকদেরও রবীন্দ্রনাথের সুন্দর, সহজ ও গভীর অর্থবহ কবিতা এবং গল্পের আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব।

অন্তর থেকে আশা করছি আমাদের দেশের উৎসাহী পাঠকরাও একদিন রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে পারবেন। হয়ত এমন দিন আসবে যখন দেখব এদেশের ট্রেনে, বাসে ও পার্কে বসে নানা বয়সের লোক রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ছেন। ❑